ওয়াইন ইজ এ মকার

জর্জ এক গ্লাস হোয়াইট ওয়াইনের অর্ডার দিয়েছে। ডিনারের শুরু করে ও সাদা মদ দিয়ে। আমি ভার্জিন মেরি দিতে বলেছি।

মসলা মাখানো সুস্বাদু টমেটোর রসে চুমুক দিতে দিতে লক্ষ করলাম জর্জ ওর গবলিটের দিকে বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে আছে। গ্লাসটা প্রায় খালি, কখন শেষ করে ফেলল দেখতেই পাইনি। মাঝে মাঝে এত দ্রুত ও মদ গেলে, টেরই পাওয়া যায় না।

'কী হল, জর্জ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

জোরেসোরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও। 'পুরনো দিনে,' বলল জর্জ, 'এক পেনিতেই আপনি বড় মগ ভর্তি সুস্বাদু এল পেয়ে যেতেন।'

'পুরনো দিন বলতে কী বোঝাতে চাইছ, জর্জ? মধ্য যুগ?'

'পুরনো দিন মানে পুরনো দিন,' পুনরাবৃত্তি করল জর্জ। 'আর এখন যে পরিমাণ মদ দেয়া হয় তাতে ওপরের ঠোঁটও ভেজে না। আপনার ছোট ব্যাংকটাকে একটু ভাঙতে হবে—যদি থাকে আর কি।'

'কিসের ছোট ব্যাংক? তোমাকে তো মদ খেতে একটি পয়সাও খরচ করতে হচ্ছে না। আর পেট না ভরলে আরেক গ্লাসের অর্ডার দাও। আমার এতেই চলবে।'

'এমনিতে হয়তো দিতাম না,' বলল জর্জ, 'কিন্তু আপনি যখন অনুরোধ করছেন, আপনার অনুরোধ রক্ষা না করে কি পারি—' খালি গ্লাসে আঙুল দিয়ে টোকা দিল ও। ওয়েটার দ্রুত আরেক গ্লাস মদ নিয়ে এল।

'মদ,' দ্বিতীয় গবলিটের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল জর্জ, 'হল ছলনা। বাইবেলে আছে এ কথা। মোজেস কিংবা বিলজেবাব বলে গেছেন।'

'কথাটা তুমি শ্লোক ২০ :১ এ পাবে,' বললাম আমি, 'ওখানে লেখা আছে: "মদ হল ছলনা, শক্তিশালী পানীয় উদ্দীপক, আর যে প্রতারিত হয় সে বুদ্ধিমান নয়?" রাজা সলোমন বলেছেন এ কথা।'

www.banglainternet.com

রাগী চোখে আমার দিকে তাকাল জর্জ, 'আপনি সবই জানেন দেখছি। আমি আসলে বলতে যাচ্ছিলাম বিবৃতিটি আপনি হাব্বাকুক কিংবা মালাচিতে দেখতে পাবেন। এটা যে বাইবেলে আছে তা নিয়ে নিশ্চয়ই তর্ক করতে যাবেন না।'

'একদম না।'

'বেশ। আমি মদকে ছলনা বলেছি আমার বন্ধু ক্যামবিসেস গ্রিনের কথা মনে পড়ে যাওয়ায়।'

'ক্যামবিসেস ?'

'পূর্বদেশীয় প্রাচীন এক নৃপতির নামে সে নিজের নাম রাখে।'

'জানি সেটা,' বললাম আমি। 'উনি ছিলেন পার্সিয়ার সাইনাস দ্য গ্রেটের পুত্র। কিন্তু এর সাথে—'

'ডিনারের অর্ডার দিন,' বলল জর্জ, 'আমি আপনাকে ক্যামবিসেস গ্রিনের গল্প শোনাব।'

আমার বন্ধু, ক্যামবিসেস গ্রিন [বলল জর্জ], নিজের নাম রাখে প্রাচ্যের এক ক্ষমতাশালী রাজার নামে। ওর মতো হাসিখুশি মানুষ দ্বিতীয়টি পাবেন না আপনি। হাসির গল্প বলার রাজা সে। অপরিচিত যে কোনো মানুষের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নেয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তার। তরুণীরা তার হাসিখুশি, সরল ভাবটি খুব পছন্দ করত, সবাই ছিল তার গুণমুগ্ধ যদিও সে তার সমস্ত ভালোবাসা জমা করে রেখেছিল ভ্যালেন্সিয়া জুড নামে এক অপূর্ব সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী তরুণীর জন্যে।

একবার আমার কাছে একটা কাজে এসেছিল এই ভ্যালেন্সিয়া। তার হালকা সোনালি রঙের চুলগুলো ছিল এলোমেলো, ছোট্ট, খাড়া নাকটি সামান্য লালচে, কাঁদছিল সে, বাঁ হাতে ধরা ছোট, ভেজা একখানা রুমাল। ওর আসল নাম ভ্যালেন্সিয়া নয়। আসল নাম বেনেভোলেন্সিয়াকে কেটে ছোট করা হয়েছে, এতে ওর চেহারা এবং উষ্ণ হৃদয়ের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত নামটি বেশ মানিয়ে গিয়েছিল।

ভ্যালেন্সিয়া বলল, 'ওহ্, আঙ্কেল জর্জ।' তারপর গলা খাঁকারি দিল, যেন শব্দগুলো আটকে গেছে গলায়।

রক্তের সম্পর্কে আমি ওর কোনো আঙ্কেল নই, তবে সে যদি আমাকে আঙ্কেল বলে ডাকে তাহলে তাকে আমার ভাতিজি বলে মেনে নিতে আমি বাধ্য এবং এত সুন্দরী একটি মেয়ের সাথে এ রকম সম্পর্কের খাতিরে তার

www.banglainternet.com

প্রতি স্নেহ ও মমতা স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে। আমি ওর কোমরে হাত রাখলাম, আমার কাঁধে মাথা রেখে মৃদু কান্না করার সুযোগ করে দিলাম, ফাঁকে ওকে আদর করে দু'একটা চুমুও খেলাম।

'ক্যামবিসেস,' অবশেষে বলল ও।

'অবশ্যই,' বললাম আমি, অজানা একটা ভয় ধাক্কা মারল আমার বুকে।

'সে নিশ্চয়ই নিজেকে বিস্মৃত হয়ে যায়নি কিংবা কোনো পরামর্শ—'

'ওহ্ নো,' বড় বড়, নীল চোখ জোড়া বিস্ফারিত করে বলল ভ্যালেন্সিয়া।

'আমিই বরং সব রকম পরামর্শ দিই। ও এত ভালো!'

'তা তো বটেই, সে সুদর্শন, বুদ্ধিমান, চার্মিং এবং রয়েছে সূক্ষ্ম রসবোধ—

'ওহ্, ইয়েস, আঙ্কেল জর্জ, ওহ্, ইয়েস। ওর আরো অনেক গুণ আছে।'

'সেক্ষেত্রে, ডিয়ার লিলি ভ্যালেন্সিয়া, তুমি কাঁদছ কেন ? অতিরিক্ত আনন্দে ?'

'ঠিক তা নয়। আপনি ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন কি না জানি না, আঙ্কেল জর্জ, তবে ক্যামবিসেস সবসময়ই সামান্য মাতাল হয়ে থাকে।'

'তাই নাকি ?' বোকার ভান করে বললাম আমি। এক সঙ্গে বহুবার পান করেছি আমরা, প্রতিবারই মাতাল হয়েছে ক্যামবিসেস। ওরকম মাতাল কম-বেশি সকলেই হয়। এমনকি আমিও খুব কম মদ পান করার পরেও বেশ রসবোধে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। 'তবে মাঝে মাঝে ও—'

'না, আঙ্কেল জর্জ,' নরম গলায় বলল ভ্যালেন্সিয়া। 'মাঝে মাঝে কোনো অনুষ্ঠানে মদ খেয়ে যে ও মাতাল হয় তা নয়। সে সব সময়ই অল্প মাতাল থাকে।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মেয়েটি। 'অল্প মাতাল বললেও আসলে বলা উচিত পুরো মাতালই থাকে সে। ইনফ্যাক্ট, বেশিরভাগ সময় মদের মধ্যেই ডুবে থাকে।'

'এতো অবিশ্বাস্য!'

'আমারও মাঝে মাঝে তাই মনে হয়। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আপনি, আঙ্কেল জর্জ, একজন সম্মানিত ব্যক্তি, আপনার পক্ষে কি সম্ভব হবে ক্যামবিসেসের সঙ্গে কথা বলে ওকে বোঝানো যে মদ হল ছলনা, তাই ওর শুধু বিশুদ্ধ পানি পান করা উচিত।'

www.banglainternet.com

'বলতে পারি,' বললাম আমি, 'তবে জানি না ক্যামবিসেসকে ওই পথ থেকে ফেরাতে পারব কি না—'

কথা শেষ হয়নি, ভ্যালেন্সিয়ার মুখ হাঁ হয়ে গেল, রুমাল উঠে এল চোখের ওপর, বুঝতে পারলাম এখনই ও হাউমাউ করে কেঁদে ফেলবে। তাই দ্রুত বললাম, 'আমি চেষ্টা করব, সোনা। আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব করব।'

জীবনে প্রথমবার ক্যামবিসেসের বাড়ি গেলাম আমি। ওকে কখনো একা দেখিনি আমি। এই প্রথম দেখলাম। ভেবেছি গম্ভীর আর সিরিয়াস চেহারার ক্যামবিসেসকে দেখব। কিন্তু আগের সেই ক্যামবিসেসকেই দেখতে পেলাম। ঘরে ঢোকামাত্র উঁচু গলায় হেসে উঠল ও, কাঁধ চাপড়ে দিল আন্তরিকতার সাথে।

'দোস্তো,' বলল সে, 'বন্ধু আমার। হাতে তোমার ড্রিঙ্কের গ্লাস নেই কেন? তোমাকে তো ন্যাংটো লাগছে।'

বলে জোর করে আমার হাতে হুইস্কির গ্লাস গুঁজে দিল ক্যামবিসেস। তবে ওর চেহারা দেখে বুঝতে পারলাম ভ্যালেন্সিয়া ঠিকই বলেছে। মদ খেয়ে টাল হয়ে থাকে ও। সবে দুপুর, এখনই হাঁটার সময় টলছে, চকচক করছে চোখ, নিশ্বাস ছাড়ার সময় ভকভক করে বেরিয়ে আসছে মদের গন্ধ।

আমি বললাম, 'ক্যামবিসেস, দোস্তো, আমি এসেছি অপূর্ব সুন্দরী ভ্যালেন্সিয়া জডের পক্ষ থেকে।'

ক্যামবিসেস বলল, 'প্রকৃতির এক আশ্চর্য সৃষ্টি, এক অপরূপ নিষ্পাপ দেবী। আমি ওর নামে পান করছি।'

'না,' জরুরি গলায় বলে উঠলাম আমি, 'ওর নামে পান করো না। সমস্যার মূল ওটাই। সে জানে তুমি প্রায়ই তার নামে পান করো। সে চায় তুমি মদ্য পান ত্যাগ করো।'

পেঁচার মতো চোখে তাকাল সে আমার দিকে। 'কিন্তু এ কথা আমাকে সে বলেনি কখনো।'

'আমার ধারণা সে তোমার অসংখ্য গুণাবলিতে মোহিত হয়ে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে এই ছোট্ট ত্রুটির কথা তোমাকে বলতে। যদি তুমি ব্যথা পাও!'

'ছোট্ট ত্রুটি মানে আমি যে কদাচিৎ ওষুধ হিসেবে অল্প স্বল্প পান করি সেটা তো?'

www.banglainternet.com

'অল্পস্বল্প পান নয়, ক্যামবিসেস, আর কদাচিৎও নয় কিংবা কারণটা ভেষজ সংক্রান্ত নয়। ভ্যালেন্সিয়া সরাসরি যদিও কিছু বলেনি, তবে সে আশা করেছে তুমি বুঝতে পারবে যে ঠোঁট মদ স্পর্শ করে সে ঠোঁটই আবার মাঝে মাঝে তার অধর ছোঁয়।'

'আমি অস্বীকার করছি না, জর্জ, ওল্ডবয়, ওল্ডফ্রেন্ড, যে আমার ঠোঁট মদ স্পর্শ করে।'

'শুধু স্পর্শ করে না, ক্যামবিসেস, ডুবে থাকে। তুমি মদ্য পান বন্ধ করতে পার না? এই ভয়ঙ্কর নেশা থেকে মুখ ঘুরিয়ে তুমি কি আবার সংযমের বিশুদ্ধ সূর্যের আলোতে স্নান করতে পার না যেভাবে একবার করেছিলে?'

ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগল ক্যামবিসেস। জিজ্ঞেস করল, 'কবে একবার করেছিলাম?'

'এখন থেকেই শুরু করো।'

আরেক গ্লাস মদ ঢেলে নিল ও, ঢকঢক করে গিলে বলল, 'জর্জ, কখনো কি তোমার মনে হয়েছে এ জগৎটা পুঁতিগন্ধময়?'

'মাঝে মাঝেই মনে হয়,' জবাব দিলাম আমি।

'এ দুনিয়াটাকে সুন্দর, উষ্ণ, অপূর্ব এক স্বর্গে পরিণত করার ইচ্ছে কখনো জাগেনি মনে?'

'প্রায়ই জাগে।'

'আমি এর স্বাদ পেয়েছি। আমি গোপন রহস্যটা উদঘাটন করেছি। কয়েক পাত্র মদ, জিনের উষ্ণ স্পর্শ, কিংবা রাম, ব্রান্ডি অথবা যে কোনো ধরনের মদ— সাথে সাথে পৃথিবীর দুঃখকষ্টগুলো দূর হয়ে যেতে থাকে। অশ্রু পরিণত হয় হাস্যরসে, খিটমিটে চেহারাকেও হাসিমুখ বলে মনে হয়, আকাশের মেঘমালা গাইতে থাকে গান। বল, বল এসব কিছু আমি বিসর্জন দেব?'

'কিছু কিছু দেবে। যখন ভ্যালেন্সিয়া আসবে, অন্তত তখন।'

'পারব না। এমনকি ভ্যালেন্সিয়ার জন্যেও নয়। আমার কর্তব্য মানবতা এবং পৃথিবীর জন্যে। আমি কি সমাজকে অশ্লীলতার মধ্যে ডুবিয়ে দিতে পারি মদ পান না করে? অ্যালকোহলের অ্যালকেমি কী বলে?'

'কিন্তু তুমি যে অ্যালকেমির কথা বলছ তা আত্মবাদী। এটা তোমার মনের ওপর শুধু প্রভাব ফেলছে। এর কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই।'

www.banglainternet.com

'জর্জ,' গম্ভীর গলায় বলল ক্যামবিসেস, 'তুমি আমার ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় বন্ধু, তাই তোমাকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বলতে পারি না। কিন্তু কাজটা আমাকে করতে হচ্ছে বাধ্য হয়েই। আউট অব মাই হাউস!'

ক্যামবিসেস আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলেও মনটা খারাপ হয়ে রইল ভ্যালেন্সিয়ার জন্যে। আমার দুই সেন্টিমিটার লম্বা বন্ধু অ্যাজাজেলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম আবার।

তবে এবার আর বিরক্ত দেখা গেল না অ্যাজাজেলকে। হাসিখুশিই মনে হল।

নাচছিল সে, খুদে হাত জোড়া অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাড়িয়ে। 'ভাগ্যিস তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলে,' কিচকিচে গলায় বলল অ্যাজাজেল, 'নইলে ওর বারোটা বাজিয়ে দিতাম, ওর মডিনেম ছুটিয়ে দিতাম। ওর—'

'কার কী করতে?' জানতে চাইলাম আমি। 'এবং কেন?'

কিন্তু 'তার' কথা আমাকে বলতে চাইল না অ্যাজাজেল। আমি সুযোগ বুঝে ক্যামবিসেসের কথা বললাম।

'আমার এক বন্ধু অ্যালকোহলিক,' জানালাম অ্যাজাজেলকে।

'অ:' বলল অ্যাজাজেল। 'সে অ্যালকস নিয়ে গর্তে হামাগুড়ি দেয়। অ্যালকস কী জিনিস?'

'অ্যালকস নয়, অ্যালকোহল। এটা অর্গানিক একটা ফ্লুইড ছোট ডোজে স্টিমুল্যান্টের কাজ করে, এবং শেষে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। আমার বন্ধু বড় বড় ডোজ নিচ্ছে। তাকে এ থেকে নিবৃত করা যাচ্ছে না।'

এক মুহূর্তের জন্যে বিস্মিত দেখাল অ্যাজাজেলকে। 'অঃ তুমি 'ফসফটোনিক'-এর কথা বলছ।'

'ফসফটোনিক?' ওর চেয়েও বেশি অবাক হলাম আমি।

ব্যাখ্যা করল অ্যাজাজেল, 'আমার পৃথিবীর বাসিন্দারা ফসফ্যাটন বেশ উপভোগ করে। আমরা ফসফিনের গন্ধ শুঁকি, নানা রকম ফসফেট সল্যুশন পান করি, জিভ দিয়ে ফসফোনপিউরুভিক এসিড লেহন ছাড়া আরো অনেক কিছু করি?' শিউরে উঠল অ্যাজাজেল। 'এটা খুব বেশি গ্রহণ করা অত্যন্ত বাজে অভ্যাস। তবে নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি খাওয়া-দাওয়ার পরে সামান্য ফসফোরাইলিজড, অ্যামোনিয়া খেলে হজমে দারুণ সহায়তা করে। তাই আমাদের ওখানে প্রবাদ আছে "পেটের খাতিরে সামান্য হলেও ফসফ্যাম খাও।" অ্যাজাজেল তার BB আকারের পেট ঘষে ছোট লাল জিভ দিয়ে লাল ঠোঁটজোড়া চেটে নিল।

www.banglainternet.com

আমি বললাম, 'প্রশ্ন হল : কিভাবে আমার অ্যালকোহলিক বন্ধুকে সুস্থ করে তুলব এবং মদ্যপান বন্ধ করাব ?'

'খুব সহজ,' বলল অ্যাজাজেল। 'আমার কাছে এটা ছেলেখেলা। আমি শুধু তার মস্তিষ্কের টেস্ট বা স্বাদ গ্রহণের সেন্টারটাকে বদলে দেব। তখন অ্যালকোহল তার কাছে জঘন্য মনে হবে।'

'না,' বললাম আমি। 'তা করা ঠিক হবে না। ওটা অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে। সামান্য অ্যালকোহল গ্রহণ করলে যেমনটি আমি করি, কিছু এসে যায় না। আর অ্যালকোহলের স্বাদ থেকে তাকে একেবারে বঞ্চিত করা লঘু পাপে গুরুদণ্ড হয়ে যাবে। তোমার অসাধারণ বুদ্ধি দিয়ে তুমি বরং অন্য কিছু চিন্তা করো, হে শক্তিমান।'

'তোমার বন্ধু পানীয়র ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ যাচাই করতে পারে না ?'

'গুড লর্ড, নো। সে বাথটাব জিন, হেয়ারটনিক, শূ পলিশ, অ্যান্টি ফ্রিজ যা পাবে তাই খাবে। এতসব আজেবাজে জিনিস খেয়েও এখনো সে বেঁচে আছে কী করে সেটাই আমার কাছে বিস্ময়ের মনে হয়।'

'ঠিক আছে। আমি তাহলে তার মস্তিষ্কের সেন্স রিসেপটরগুলো বদলে দেব যাতে ভালো আর মন্দের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে সমর্থ হয়। তাহলে তাকে আর কেউ অ্যালকোহলিক বা মদ্যপ বলবে না, বলবে রসজ্ঞ মানে রস আস্বাদনে যে পটু। আমারও রস চেনার ক্ষমতা আছে এবং আমাদের গ্রহে ফসফ্যাটনের কোন্‌টার কী গুণ তা আমি নিজস্ব দক্ষতা দিয়ে বুঝতে পারি—'

বকবক করেই যেতে লাগল অ্যাজাজেল, আমি ওর কথা শুনলাম। আনন্দের সাথে অবশ্যই নয়, ধৈর্যের সাথে, ক্যামবিসেসকে সাহায্য করার স্বার্থে।

কয়েকদিন পরে ক্যামবিসেসের সঙ্গে দেখা করলাম। ও আমার ওপর আগেরবার রাগ করেছিল। তবে এ ক'দিনে নিশ্চয় ভুলে গেছে। মাতালরা বেশিক্ষণ রাগ পুষে রাখতে পারে না। অতীতের কথা মনেও থাকে না তাদের। এ ভরসাতেই গেলাম ওর বাড়িতে।

আগের মেজাজে দেখতে পেলাম না ক্যামবিসেসকে। ওর ঘরের মেঝে ভরে আছে শট গ্লাসে, তাতে নানা রঙের মদ। ক্যামবিসেসের চেহারায় বিষাদ।

আমি সতর্ক ভঙ্গিতে জানতে চাইলাম, 'ক্যামবিসেস, কী হয়েছে ?'

'জানি না,' জবাব দিল ও। 'তবে এগুলোর ত্রুটি আজকাল বড় চোখে পড়ছে। নাও, জর্জ, এক গ্লাস খেয়ে দেখ।'

www.banglainternet.com

পোর্টের গ্লাসে ছোট্ট চুমুক দিলাম। 'খুব ভালো, ওল্ডম্যান,' বললাম আমি।

'খুব ভালো?' বলল ক্যামবিসেস। 'তুমি সিরিয়াস? এর মধ্যে ফলের স্বাদটাই নেই।'

'খেয়াল করিনি তো!' বললাম আমি।

'তুমি খেয়াল করবেও না,' বিদ্রুপের সুরে বলল সে। 'এমনকি ওর মধ্যে রসাল ভাবটাও উধাও। নাও, এবার এটা পান করো। আমার সংগ্রহের সেরা জিনিস।'

চেরি হিরিং খেতে দিল ও আমাকে এক গ্লাস। এত চমৎকার স্বাদ! আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম, 'অসাধারণ?'

'ওটা তো আরো খারাপ,' মুখ ঝাঁকাল ক্যামবিসেস, 'যেন তরল ধাতু গিলছি।'

'আমার তো তেমন কিছু মনে হল না,' বললাম আমি।

'মনে হবে না, কারণ পেছন থেকে একটা ইউনিকর্ন এসে তোমার পাছায় লাথি মারলেও তুমি তা বুঝতে পারবে না।' কর্কশ গলায় বলল ও।

'ক্যামবিসেস, ' বললাম আমি, 'এবার তোমাকে মদের ব্যাপারে সত্যি সংযমী মনে হচ্ছে।' কটমট করে আমার দিকে চাইল ও। 'সংযমী না হয়ে কী করব? আমার পান করার মতো কিছু থাকলে তো। সব আমার কাছে ডিশ ধোয়া পানি আর বিষের মতো লাগছে।'

অ্যাজাজেল ক্যামবিসেসকে ভালো আর মন্দের মাঝে পার্থক্য নিরূপণের ক্ষমতা দেবে বলেছিল। কিন্তু ওর সেন্স পারসেপসনকে নিশ্চয়ই এমন বদলে ফেলেনি যে সব ধরনের মদই তার কাছে পশুর বিষ্টার মতো মনে হবে। ক্যামবিসেস যা মুখে তোলে সব থু থু করে ফেলে দেয় আবর্জনার মতো স্বাদ লাগার অভিযোগে।

এখন ক্যামবিসেস শুধু সংযত নয়, দারুণ সংযত। সে বর্তমানে শিরদাঁড়া টানটান করে হাঁটে, স্বচ্ছ, পরিষ্কার দৃষ্টি তার চোখে, তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যায়, তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠে, এবং মানুষজনকে হিতোপদেশ দেয়। সকল মানুষের আচরণের সাথেও সে মদের ধাতব স্বাদের তুলনা করে।

আমার ভাতিজি ভ্যালেন্সিয়াকে দেখলাম ভয়ানক মন খারাপ। সে একটা ভেজা রুমাল বার বার মোচড়াচ্ছিল, মুখখানা ভীষণ কালো।

www.banglainternet.com

'ক্যামবিসেস, যেমনটা তুমি চেয়েছিলে,' বললাম ওকে, 'এখন সংযত।'

'বরফের মতো সংযত,' বলল ভ্যালেন্সিয়া, 'শীতল সংযত। লিকুইড-এয়ারের সংযত। হ্যাঁ, এটাই হওয়া উচিত ছিল,' ফুঁপিয়ে উঠল ও, তারপর সামলে নিল নিজেকে। 'তবে তাকে সবাই "ওয়ালস্ট্রিটের টিরানোসার" বলে সম্বোধন করছে। তাকে বলা হচ্ছে আমেরিকান ফিনান্সিয়াল এন্টারপ্রাইজ-এর সংক্ষিপ্তসার। লোকে তাকে এক নজর দেখার জন্যে ভিড় জমায়। এমনকি সেক্রেটারি অব দ্য ট্রেজারিও তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।'

'এতে তো তোমার গর্ব হবার কথা,' বললাম আমি।

'গর্ব, হ্যাঁ। সে যা করছে তাতে আমার গর্ব হবারই কথা। কিন্তু, আঙ্কেল জর্জ, আমার সঙ্গে সে অত্যন্ত শীতল আচরণ করছে।'

'শীতল আচরণ? কেন? তুমি তো তারচেয়ে কোনো অংশে কম নও।'

'তবু জানি না— কী কারণে— আমার মনে হচ্ছে আমি যেন তাকে আর সন্তুষ্ট এবং তৃপ্ত করতে পারছি না।'

ক্যামবিসেসের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। দেখা করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হল। কারণ ব্যবসায় সে এত ব্যস্ত যে দিনের বারো ঘণ্টাও তার জন্যে বর্তমানে যথেষ্ট নয়। তাকে চারপাশ দিয়ে ঘিরে থাকে সেক্রেটারি, অ্যাসিস্ট্যান্টসহ আরো অনেকে। এদেরকে ডিঙিয়ে ক্যামবিসেসের অফিসে ঢুকতে বেশ ঝক্কি পোহাতে হল।

বিরাট বড় অফিস ক্যামবিসেসের। আমার দিকে কটমট করে তাকাল। ওর চেহারায় একটা ভারিক্কি ভাব চলে এসেছে, সংযমের কারণেই হয়তো।

'কী চাই, জর্জ?' সরাসরি জিজ্ঞেস করল সে।

'আমি এসেছি তোমার প্রিয়তমা ভ্যালেন্সিয়ার পক্ষ থেকে কথা বলতে,' বললাম আমি।

'আমার কে কী বললে?'

ওর গলার স্বর পছন্দ হল না আমার। তবু ধৈর্য না হারিয়ে বললাম, 'ভ্যালেন্সিয়ার কথা বলছি। স্বর্ণকেশী, সেই সুন্দরী মেয়েটি।'

www.banglainternet.com

'ও, আচ্ছা,' ডেস্ক থেকে পানি ভর্তি একটা গ্লাস তুলে নিল ক্যামবিসেস, ওদিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল খানিক, তারপর রেখে দিল টেবিলের ওপর। 'মনে পড়েছে। ওকে দিয়ে আমার চলবে না, জর্জ।'

'কেন চলবে না? সেরা এক্সপার্টরাও ওর রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।'

'সেরা এক্সপার্ট, ফু! কতগুলো রাবিশ আনাড়ি! জর্জ, ওই মহিলা যে পারফিউম ব্যবহার করে তার গন্ধে গন্ধগোকুলও বমি করে দেবে। পারফিউম ছাড়াও ওর গা থেকে একটা বদ গন্ধ বেরোয়। ওর নিশ্বাসেও দুর্গন্ধ। সে সুইস চিজ, সারডিনসহ আরো অনেক কিছু খেতে পছন্দ করে যা তার দাঁতের ফাঁকে এবং জিভে লেগে থাকে। আমি এই দুর্গন্ধযুক্ত শরীরের মধ্যে ডুব দেব ভেবেছ? আর এ প্রসঙ্গে বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে, আমার ধারণা, তুমি আজ সকালে গোসল না করেই এখানে চলে এসেছ।'

'তোমার ধারণা ভুল, ক্যামবিসেস,' গরম গলায় বললাম আমি। 'আমি গোসল করেছি।'

'সেক্ষেত্রে পরের বার সাবানের পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেক,' বলল সে। 'ভ্যালেন্সিয়া অপমানিত বোধ করবে ভাবলে বিস্তারিত কিছু তাকে বলার দরকার নেই। তবে বলতে পার তার প্রতি আমার আর কোনো আকর্ষণ নেই।'

'এটা খুব হাস্যকর হয়ে যাচ্ছে, ক্যামবিসেস,' বললাম আমি। 'ভ্যালেন্সিয়া দেবদূতীদের মতো মিষ্টি, সুগন্ধ ছড়ানো একটি মেয়ে। ওর মতো মেয়ে আর পাবে না তুমি।'

'না,' আঁধার ঘনালো ক্যামবিসেসের চেহারায়। 'আমি তা চাইও না। এটা একটা পূঁতি গন্ধময়, নোংরা পৃথিবী। মানুষের কেন ব্যাপারটা চোখে পড়ছে না ভেবে অবাক হই আমি।'

'তোমার কি কখনো মনে হয়নি এ জগতের জন্যে তুমি বেমানান?'

একটা হাত নাকের কাছে এনে শুঁকল ও। 'না, আমার তা কখনো মনে হয়নি।'

'কারণ তোমার ইন্দ্রিয়গুলো সম্পূর্ণ সিক্ত হয়ে আছে তোমার নিজের গায়ের গন্ধে। অন্যরা হয়তো তোমার গায়ের গন্ধে নাক সিঁটকায়।'

'অন্যরা? অন্যদের আমি গ্রাহ্য করলে তো?'

ক্যামবিসেস পানির গ্লাসটা আবার তুলে নিল, এক ঢোক পানি খেল, বিকৃত হয়ে গেল চেহারা। 'আমি কমপক্ষে পাঁচটি দুর্গন্ধযুক্ত অর্গানিক

www.banglainternet.com

ক্যামিকেলের স্বাদ পাই এই পানি থেকে। এমনকি বোতলজাত ঝরনার পানিতেও বিশ্রী একটা গন্ধ আছে।'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চলে এলাম ওখান থেকে। ঘটনা কেঁচে গেছে। অ্যাজাজেল ওকে ইন্দ্রিয়ের বৈষম্য বোঝাতে গিয়ে ওভারডোজ দিয়ে ফেলেছে।

ভ্যালেন্সিয়াকে খবরটা দিলাম আমি। সে কেঁদে কেটে চোখ লাল করে ফেলল। সে আরেক বিশ্রী অবস্থা। তিন দিন তিন রাত লাগল সান্ত্বনা দিয়ে তাকে শান্ত করতে। ওটা যে কি কঠিন কাজ কল্পনাও করতে পারবেন না।

ক্যামবিসেস সম্পর্কে সর্বশেষ পাওয়া খবরে শুনেছি সে বসবাসের জন্যে পৃথিবীর এমন একটা জায়গা খুঁজছে যেখানকার পানি এবং বায়ু সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ এবং যেখানে কোনো নারী গিয়ে তার সূক্ষ্ম নাককে দূষিত করে তুলতে পারবে না। প্রচণ্ড ধনী বলে অমন জায়গা সে খুঁজে পেতেও পারে তবে সে যে সুখী হতে পারবে না, তা আমি হলপ করে বলতে পারি।

বিশাল এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পঞ্চম গবলিটের হোয়াইট ওয়াইন গলাধঃকরণ করল জর্জ।

আমি রেগে গিয়ে বললাম, 'তুমি না একটু আগেই বললে মদ ছলনাময়।'

'ঠিক তাই। তবে এর উপস্থিতিতে নয়, অনুপস্থিতিতে।'

'আমি তোমার সঙ্গে একমত নই,' এত বিরক্ত আমি কখনো হইনি জর্জের প্রতি। 'জীবন সম্পর্কে তোমার অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গি সব সময় আমি মেনে নেয়ার চেষ্টা করেছি। তবে এবার আর পারছি না। আমি অস্বীকার করছি যে একজন সংযমী মানুষের তোমার বর্ণিত ক্যামবিসেসের মতো শয়তানি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না।'

'তাই কি ?' জিজ্ঞেস করল জর্জ। 'এমনটি ভাবার পেছনে প্রমাণ দেখাতে পারবেন ?'

'অবশ্যই। কারণ আমি নিজে একজন টিটোটেলার।'

'আই রেস্ট মাই কেস,' জবাবে বলল জর্জ।

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

www.banglainternet.com